লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

আঞ্চলিক সহযোগিতা ঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অভিজ্ঞতার তুলনামূলক পর্যালোচনা

গ্রন্থাগার
সাময়িকী
শাখা
তারিখ...

কাজী মোঃ শামসুল আলম*

১.০ ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দু'টি পরস্পর সন্নিহিত ভৌগোলিক রাজনৈতিক অঞ্চল। এ দু'টি অঞ্চলের একটিতে অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় গঠিত হয়েছে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Association for Regional Cooperation) বা সার্ক। অপরটিতে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়ায় গঠিত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতি সমূহের সংস্থা (Association of South East Asian Nations) বা আসিয়ান। দুটি সংস্থার মাঝে সার্ক অপেক্ষাকৃত নবীন। অনেকে আসিয়ানকে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি সফল ঘটনা বলে মনে করেন। আসিয়ান দেশগুলোর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সিংগাপুর, কুয়ালালামপুর ও ব্যাংকক – কে বিশ্ব বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করেছে। তথাপি প্রেক্ষাপট, পরিবেশ, পরিস্থিতির কারণে সার্ক-এর পক্ষে আসিয়ান-কে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে সার্ক, আসিয়ান-এর বিকাশ থেকে, অনেক কিছুই শিক্ষণীয় হিসেবে পেতে পারে। এজন্যে এ দুটি সংস্থার পারস্পরিক তুলনা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুটি সংস্থার তুলনামূলক আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা এ দুটি সংস্থার জন্ম ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করবো।

২.০ সার্ক ঃ জন্ম

২.১ দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর অল্প কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলের একটি যেখানে আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা অনেক দেরীতে বিকশিত হয়েছে। এর কারণও রয়েছে। এঅঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যকার ঐতিহাসিক শত্রুতা, সীমানা বিরোধ এবং রাজনৈতিক বৈচিত্র আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য অনুকূল ছিল না। সত্তরের দশকের শেষ দিকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সরকারের পরিবর্তন সাধিত হয়। ভারতে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে সরিয়ে জনতা পার্টি, পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেনারেল জিয়াউল হক এবং শ্রীলংকায় মিসেস বন্দরানয়ক-এর স্থলে জে, আর, জয়বর্ধন ক্ষমতায় আসেন। বাংলাদেশেও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর ক্ষমতা সংহত করেন। এসব সরকারগুলো ছিল সাধারণভাবে পাশ্চাত্যের প্রতি সহানুভূতি

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সম্পন্ন। ১৯৭৮ সালে এ অঞ্চল সফরকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি জেমস কালাহান এই অঞ্চলের দেশগুলোর মাঝে শান্তি, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের কথা বলেন, দেশগুলোর বহুপাক্ষিক সহযোগিতামূলক প্রকল্পে অর্থনৈতিক সহায়তারও আশ্বাস দেন।

২.২ আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রকৃত উদ্যোগ নেন বাঙলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। ১৯৭৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান সফরকালে তিনি দু'দেশের নেতাদের সাথে এ বিষয়ে প্রাথমিক যোগাযোগ করেন। ১৯৭৮ সালে নেপালের রাজা বীরেন্দ্র-র বাংলাদেশ সফর এবং ১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান-এর শ্রীলংকা সফরের সময়ও বিষয়টি আলোচনায় আসে। ১৯৮০ সালের মে মাসে তিনি অঞ্চলের সকল রাষ্ট্র নায়কদের কাছে আঞ্চলিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিঠি লেখেন। তাঁর চিঠিতে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে সহযোগিতার সম্ভাব্য এলাকা হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন। সে বছরের জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে তাঁদের সফরের সময় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর পররাষ্ট্র মন্ত্রিরা প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করেন। ২৫ নভেম্বর ১৯৮০ সালে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্পর্কিত ওয়ার্কিং পেপার অঞ্চলের দেশগুলোর মাঝে বিতরণ করা হয়। আঞ্চলিক সহযোগিতার এই প্রস্তাব নিয়ে সাতটি দক্ষিণ এশীয় দেশের পররাষ্ট্র সচিবরা এপ্রিল, ১৯৮১ থেকে জুলাই, ১৯৮৩ পর্যন্ত পাঁচবার বৈঠকে বসেন। এসব বৈঠকের মাধ্যমে তাঁরা 'নয়াদিল্লী ঘোষণা' দলিল চূড়ান্ত করেন। দলিলে সম্মত নয়টি ক্ষেত্রে সহযোগিতার কাঠামো বর্ণনা করা হয় সাতটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রিরা আগষ্ট ১৯৮৩ তে নয়াদিল্লীতে মিলিত হয়ে 'নয়াদিল্লী' ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় সাতটি দক্ষিণ এশীয় দেশের সরকার প্রধানদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে সার্ক আনুষ্ঠানিকভাবে তার যাত্রা শুরু করে।

৩.০ সার্ক ঃ বিকাশ

৩.১ সার্ক চার্টার অনুসারে সার্ক-এর অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। বিষয়টি সার্ক-এর সূচনালগ্নে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আজ এক দশক পরেও ততখানি গুরুত্বপূর্ণই রয়ে গেছে। গোঁড়াতে সার্ক সদস্য দেশগুলোর মাঝে সহযোগিতার পাঁচটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এর সংখ্যা বারোতে উন্নীত হয়। সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে ঃ-(১) কৃষি, (২) যোগাযোগ, (৩) শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলা, (৪) পরিবেশ, (৫) স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা কার্যক্রম, (৬) আবহাওয়া বিজ্ঞান, (৭) মাদকদ্রব্য পাচার ও মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ, (৮) পল্লী উন্নয়ন, (৯) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, (১০) পর্যটন , (১১)পরিবহন ,(১২) উন্নয়নে নারী

৩.২ উপর্যুক্ত সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোর প্রত্যেকটি একেকটি টেকনিক্যাল কমিটির আওতাভুক্ত। ১৯৯৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পরিবেশ ও আবহাওয়া বিজ্ঞান সম্পর্কিত টেকনিক্যাল কমিটি দুটি একীভূত করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে আরো কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সার্ক-এর কর্মকান্ড সম্প্রসারিত হয়েছে যেমন-দারিদ্র

দূরীকরণ, সন্ত্রাস, শিশু, তরুণ ইত্যাদি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সার্ক দেশগুলো তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার বিস্তার ঘটিয়েছে। ১৯৯১ সালে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা (সাপটা) SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA) গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এর ফলে বাণিজ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতার সূচনা হয়। সাপটা (SAPTA) চুক্তিটি ঢাকায় ১৯৯৩ সালে এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন চলাকালে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির আওতায় আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য ধাপে ধাপে উদারীকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এতে মাঝে মাঝে বাণিজ্য আলোচনারও ব্যবস্থা রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সদস্য দেশগুলো একে অপরকে শুল্ক, আধা-শুল্ক ও অশুল্ক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সুবিধা দেবে। চুক্তিটি ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৫ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে। ২২৬টি পণ্য বর্তমানে এর আওতাভুক্ত। সদস্য রাষ্ট্রগুলো এসব পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে পরস্পরকে বিশেষ শুল্ক রেয়াত দিতে সম্মত হয়েছে। সার্ক দেশগুলোর মধ্যকার আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের অবস্থা (সাপটা-পূর্ব) সারণি-১ এ দেখা যেতে পারে। ভুটান সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য না পাওয়ায় ভুটানকে বাদ দেয়া হয়েছে।

সারণি -১

সার্কভুক্ত দেশগুলোর* মোট আমদানী ও রপ্তানীর ভিতর আন্তঃ আঞ্চলিক আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ (%)

সাল	১৯৮১	১৯৮৭
শতকরা হার	৪.৯	৩.০

সূত্র ঃ IMF, Direction of Trade Statistics Yarbook, 1988.

১৯৯৩ সালে সার্ক চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর সদর দপ্তর করাচীতে অবস্থিত। সার্ক দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিস্তারে এই সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩.৪ ষষ্ঠ ও সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে সার্ক-এর দৃষ্টি দারিদ্র দূরীকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নিবদ্ধ হয়েছে। দক্ষিণ অঞ্চলের চল্লিশ কোটি লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। সে কারণে এর নিরসনের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দারিদ্রদূরীকরণ সম্পর্কিত স্বাধীন দক্ষিণ এশীয় কমিশন (Independent South Asian Commission on Poverty Alleviation) গঠিত হয়। সপ্তম সার্ক সম্মেলনের প্রাক্কালে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। সার্ক নেতৃবৃন্দ দারিদ্র দূরীকরণকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে একমত হন। তাঁরা দারিদ্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংগীকার করেন যাতে সামাজিক উদ্যোগ (Social movilization) এবং বিকেন্দ্রীকৃত কৃষি ও মানবিক উন্নয়নের নীতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। দরিদ্রদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়নেও নেতারা একমত হন। এরই ফলশ্রুতিতে দারিদ্র দূরীকরণের অভিজ্ঞতা

বিনিময়ের জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাঠামোটিতে রয়েছে ঃ–

(১) দারিদ্র দূরীকরণ ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সচিবদের দল,

(২) অর্থ ও পরিকল্পনা সচিবগণ এবং

(৩) অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রিগণ

দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়টিকে আরো গুরুত্ব দেয়ার অভিপ্রায়ে সার্ক ১৯৯৫ সালকে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য সার্ক-বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে।

৩.৫ অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন তহবিল (SADF) গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই তহবিলের তিনটি জানালা থাকবেঃ

(১) প্রকল্প চিহ্নিত করা ও প্রকল্প উন্নয়ন,

(২) প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং

(৩) সামাজিক উন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ।

৩.৬ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সার্ক একেকটি বছরকে কোন একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করে সার্ক বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করছে। ১৯৮৯ সালকে 'মাদক দ্রব্য পাচার ও মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ' সার্ক বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তেমনি ১৯৯৬ সাল 'সার্ক স্বাক্ষরতা বর্ষ' হিসেবে পালিত হচ্ছে। অধিকন্তু ১৯৯০ এর দশক 'সার্ক মেয়ে শিশু দশক' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

৩.৭ উপর্যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে উদ্যোগ নেয়া ছাড়াও সার্ক চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র (SAIC) ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সার্ক আবহাওয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (SMRC) ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সার্ক ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র (SDC) নয়া দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রগুলো তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

৩.৮ সাপ্‌টা (SAPTA) ছাড়াও সার্ক আরো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক চুক্তি/সমঝোতা চূড়ান্ত করেছে। এগুলোর আওতায় রয়েছে খাদ্য, নিরাপত্তা, সন্ত্রাস এবং মাদকদ্রব্য। সন্ত্রাস ও মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত সমঝোতাগুলো ইতোমধ্যে সকল সদস্য দেশ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং সমঝোতাগুলোর সমর্থনে সদস্য দেশগুলো কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং সমঝোতাগুলোর সমর্থনে সদস্য দেশগুলো কর্তৃক আইন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৩.৯ ১৯৮৬ সাল থেকেই সার্ক অঞ্চলের জনগণের মাঝে সংযোগ স্থাপনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। সার্ক অডিও ভিজুয়াল বিনিময় কর্মসূচি (SAVE), সার্ক চেয়ার, ফেলোশীপ এবং বৃত্তি কর্মসূচি, সার্ক যুব স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচি এবং সার্ক ভিসা অব্যাহতি কর্মসূচি এক্ষেত্রে গৃহীত কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৩.১০ অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে সার্ক তার কার্যপরিধিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সার্ক অনেকগুলো আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন,

আংকটাড (UNCTAD), এসকাপ (ESCAP), ইউনিসেপ (UNICEF), আপ্‌ট (APT), ইউএনডিপি (UNDP) এবং ইউএনডিসিপি (UNDCP) –র সাথে সহযোগিতামূলক সমঝোতায় আবদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে সার্ক দেশগুলো যৌথ অবস্থান গ্রহণ করছে। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলন থেকে শুরু করে সকল প্রধান আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সার্ক দেশগুলোর যৌথ অবস্থান গ্রহণ অক্ষুণ্ন রয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অঞ্চলের দেশগুলো বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাধারণ অবস্থান জোরালোভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে।

৩.১১ উপযুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, যারা সার্ককে স্থবিরতায় আক্রান্ত একটি সংস্থা, যার ভবিষ্যত অনিশ্চিত বলে মনে করেন, তারা এর সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হননি। গত এক দশকে সার্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করেছে। যদিও এ অগ্রগতি প্রত্যাশার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কিন্তু দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও পারস্পরিক অবিশ্বাস পূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ায় এ অগ্রগতিকে ছোট করে দেখার উপায় নেই। সার্ক এমন একটি বাহন যার মাধ্যমে শান্তি ও সমৃদ্ধির নতুন যুগে প্রবেশ করার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারে, যার ভিত্তি ইতোমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে। এখন প্রয়োজন এ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক সদিচ্ছা যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার একশত কোটির অধিক জনগোষ্ঠিকে সমৃদ্ধ জীবন উপহার দিতে পারে।

৪.০ আসিয়ান ঃ জন্ম

৪.১ দক্ষিণ এশিয়ার চেয়ে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ইতিহাস পুরনো। দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রথম সত্যিকার প্রয়াস বলা যেতে পারে। আসা (ASA) বা দক্ষিণ–পূর্ব এশীয় সংস্থা (Association of South-east Asia) গঠন। এর আগেকার আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়াসগুলো ছিল হয় রাজনৈতিক–সামরিক সংস্থা গড়ার অথবা এদের মূল অনুপ্রেরণা ছিল অঞ্চলের বাইরের কোন শক্তি। থাইল্যান্ড, মালয় ও ফিলিপাইনের সমন্বয়ে ১৯৬১ সালে আসা (ASA) গঠিত হয়। এই সংস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এর পরবর্তী প্রয়াস ছিল ১৯৬৩ সালে মাফিলিন্দো (Maphilindo) গঠন। এর সদস্য দেশগুলো ছিল মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া। আপাতঃ দৃষ্টিতে এর উদ্দেশ্যে ছিল দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার তিনটি মালয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশকে একত্রিত করা। কাজেই সেদিক থেকে সংস্থাটিকে রাজনৈতিক বলা যায়। কিন্তু এর সামরিক বা তেমন কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলনা। এই সংস্থাটিও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

৪.২ এর পর আসে আসিয়ান। আসিয়ান গঠনের সময় দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া দুটি উপ–অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। একটি উপ–অঞ্চল ছিল ক্ষুদ্রতর কিন্তু রাজনৈতিকভাবে অধিকতর দৃশ্যমান ইন্দোচীনের রাষ্ট্র সমূহ। অপর উপ–অঞ্চলটি ছিল দক্ষিণাঞ্চলে। এটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর, রাজনৈতিক দিক দিয়ে অধিকতর বৈচিত্রপূর্ণ, কম্যুনিষ্ট বিরোধী দেশসমূহের এলাকা। এদেশগুলোই আসিয়ান গঠন করে। দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার

বিভক্তি তৎকালীন পৃথিবীর বিভক্তিকেই প্রতিফলিত করে। স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিশ্ব তখন কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট বিরোধী শক্তিসমূহের মাঝে বিভক্ত ছিল। কম্যুনিষ্ট বিরোধী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর চীন ভীতির সাথে সে সময় যোগ হয় ভিয়েতনাম সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ। ভিয়েতনাম ইতোপূর্বে ফ্রান্সকে পরাজিত করে এবং মার্কিন সামরিক শক্তিকে সে তখন বৃদ্ধাংগুলি প্রদর্শন করছিল। কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট বিরোধী শক্তিসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আসিয়ান-এর জন্ম, বিকাশ ও কাঠামোকে প্রভাবিত করে। সাধারণ হুমকির মোকাবেলায় আসিয়ান দেশগুলো নিজেদের মাঝে সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করে। তাছাড়া এর ফলে আসিয়ান পাশ্চাত্যের সংগে অধিকতর নৈকট্য অনুভব করে। উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে ১৯৬৭ সালের ৮ই আগষ্ট ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সিংগাপুর ও থাইল্যান্ড এর পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মালয়েশিয়ার উপ-প্রধান মন্ত্রিদের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংস্থা আসিয়ান (ASEAN) গঠিত হয়। আসিয়ান গঠনের সময় এর প্রতিষ্ঠাতাদের চিন্তায় নিরাপত্তার বিষয়টি মুখ্য হলেও এটা প্রকাশ্যে উল্লেখ্য হয়নি। আঞ্চলিক বিবাদগুলোর মীমাংসা আসিয়ান-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে, এমনটি ধারণা করা হয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবগুলো রাষ্ট্রকেই কালক্রমে আসিয়ান-এর সদস্য করার আশা করেছিল। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই আশা বাস্তবায়িত হয়নি (যদিও ব্রুনেই সালতানাত ১৯৮৪ সালের জানুয়ারীতে আসিয়ান-এ যোগ দেয়, এর দ্বারা আসিয়ান-এর উপ-অঞ্চলগত প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয়নি)। অতি সাম্প্রতিককালে অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে ভিয়েতনাম আসিয়ান-এর সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে। এই অঞ্চলের অপর তিনটি রাষ্ট্র অর্থাৎ লাওস, কম্বোডিয়া ও মায়ানমার-এর আসিয়ান-এ যোগ দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

৫.০ আসিয়ান ঃ বিকাশ

৫.১ আসিয়ান-এর ঘোষিত মুখ্য উদ্দেশ্যগুলো ছিল আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, সামাজিক অগ্রগতি সাধন ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটানো। এসব উদ্দেশ্য খুব সামান্যই অর্জিত হয়েছে। তাদের মোট বাণিজ্যের তুলনায় আসিয়ান দেশগুলোর নিজেদের মধ্যকার বাণিজ্যের শতকরা হার সত্তরের দশকে হ্রাস পায়। কেবল মাত্র সাম্প্রতিককালে এই হার আসিয়ান-এর জন্মের সময়কার অর্থাৎ ১৯৬৭-র পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে (দুই নম্বর সারণি দেখুন)।

সারণি -২

আসিয়ান-এর মোট রপ্তানীর ভিতর আন্তঃ আসিয়ান রপ্তানীর পরিমাণ (%)

১৯৬৭	১৯৭০	১৯৭৫	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯৪
২০.৯	২১.৪	১৭.২	১৭.৯	১৯.২	১৯.৩	২০.৮

সূত্র ঃ John RaVenhill, Economic Cooperation in South-East Asia : Changing incentives, Asian Survey, Vol. XXXV. No. 9. September 1995, pp. 85.

১৯৭৭ সালে আসিয়ান রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা (Preferential Trading Arrangement -PTA) বাস্তবায়নে সম্মত হন। এর আওতায় আসিয়ান দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্যের আঞ্চলিক বাজারে প্রবেশে বিশেষ সুবিধা লাভ করার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে সদস্য দেশগুলো পিটিএ (PTA)-কে একটি হাস্যাস্পদ বিষয়ে পরিণত করে। আসিয়ান দেশগুলো এমনসব পণ্যে বিশেষ শুল্ক রেয়াত দেয় যেগুলো হয় এই অঞ্চলে উৎপাদিত হয় না অথবা এসবের বাণিজ্য অঞ্চলে প্রচলিত নেই। যেমন-ইন্দোনেশিয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র অথবা ফিলিপাইন সড়ক ও রেলপথ থেকে বরফ সরানোর যন্ত্রের উপর বিশেষ শুল্ক রেয়াত দেয়। এক দশক পর দেখা যায় পিটিএ (PTA)-এর আওতায় বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য সমূহের বাণিজ্য আন্তঃআসিয়ান বাণিজ্যের শতকরা এক ভাগেরও কম। যদিও আসিয়ান দেশগুলো ষোল হাজার পণ্যের উপর পিটিএ (PTA)-র আওতায় বিশেষ শুল্ক রেয়াত দেয়। এই প্রেক্ষাপটে আসিয়ান রাষ্ট্র/সরকার প্রধানদের ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে আসিয়ান অবাধ বাণিজ্য এলাকা (ASEAN free Trade Area) গঠনের ঘোষণা বেশ কৌতূহল উদ্দীপক। আসিয়ান রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ তাঁদের সিংগাপুর ঘোষণায় উল্লেখ করেন, আন্তঃআসিয়ান বাণিজ্য সকল শিল্প পণ্য এবং প্রক্রিয়া জাত কৃষি পণ্যের উপর শুল্ক হার ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী থেকে পনের বছরের ভিতর ০-৫% এ কমিয়ে আনা হবে। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রি পর্যায়ের বৈঠকে এই সময়সীমা দশ বছরে কমিয়ে আনা হয়। আফ্টা (AFTA) সম্পর্কে মূল্যায়ন করার সময় এখনো আসেনি। সদস্য দেশগুলো আফ্টা (AFTA) বাস্তবায়নে কতখানি আন্তরিক হবে তার উপরই এর সাফল্য নির্ভর করছে।

৫.২ অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আসিয়ান-এর অর্জন সীমিত হলেও রাজনৈতিক ঐক্য অর্জন ও কূটনৈতিক সাফল্যের ক্ষেত্রে আসিয়ান-এর অগ্রগতি অভাবনীয়। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার তুলনায় আসিয়ান লক্ষণীয় আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে। আসিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রিদের সাথে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও কানাডা-র মন্ত্রি এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নের একজন সমপর্যায়ের প্রতিনিধির বাৎসরিক মত বিনিময় অনুষ্ঠান এই সংস্থার আন্তর্জাতিক মর্যাদার ইংগিতবহ। বর্তমান বছরেই ইউরোপিয় ইউনিয়নের পনেরটি দেশের সরকার প্রধানগণ আসিয়ান দেশগুলোর সরকার প্রধান এবং চীন, জাপান ও দঃ কোরিয়ার সরকার প্রধানদের সাথে থাইল্যান্ডে এক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন। এটাও আসিয়ান-এর আন্তর্জাতিক মর্যাদাকেই প্রতিফলিত করে।

৫.৩ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসিয়ান-এর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলোর মাঝে রয়েছে জপফ্যান (ZOPEAN) ঘোষণা। ১৯৭১ সালের ২৬-২৭ নভেম্বর আসিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রিরা কুয়ালালামপুর-এ বৈঠকে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার এলাকা (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁরা এলাকাটিকে বাইরের শক্তিসমূহের যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের আওতামুক্ত বলেও ঘোষণা দেন। ১৯৭৫ সালে ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব

চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছা অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়ায় মার্কিন সমর্থিত সরকারের পতন পর্যন্ত জপফ্যান (ZOPEAN) ঘোষণা নিষ্ক্রিয়ই থেকে যায়। ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্ট বিজয়ের পটভূমিতে ১৯৭৬ সালে বালী–তে অনুষ্ঠিত আসিয়ান সরকার প্রধানদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল গৃহীত হয়। দলিল দুটি হচ্ছে (ক) বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি এবং (খ) আসিয়ান কনকর্ড ঘোষণা। রাজনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেযার জন্য বালী সম্মেলন তাৎপর্যপূর্ণ। আসিয়ান কনকর্ড–এ যৌথ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আসিয়ান–এর ভূমিকার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করা হয় এবং শান্তির এলাকা (ZOPEAN) ফর্মুলাটি এতে অন্তর্ভূক্ত হয়। সংস্থা রাজনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা অর্জনের প্রয়াস পায়। কিন্তু সংস্থার আদর্শগত পরিচয় ভৌগোলিক বিস্তারের পক্ষে বাধা হয়ে দাড়ায়, যা এ ধরনের সহযোগিতার বৃহত্তর কাঠামো প্রস্তুত করতে পারত। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য আরো সীমিত যৌথ উদ্যোগ নেয়া হয়। আসিয়ান কনকর্ড–এ আন্তঃআঞ্চলিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তির বিষয়টি উল্লেখিত হয়। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বালীতে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে আঞ্চলিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা সম্পন্ন হাই কাউন্সিল (High Council) এর ব্যবস্থা রাখা হয়।

৫.৪ ১৯৭৮ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া আক্রমণ করে। ভিয়েতনাম–এর কম্বোডিয়া দখল থাইল্যান্ড–এর নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করে। জাতীয় সার্বভৌমত্বের পবিত্রতার ধারণা যা আসিয়ান–এর বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তিতে সন্নিবেশিত ছিল তাও এই দখলদারীত্বের ফলে লংঘিত হয়। ফলশ্রুতিতে আসিয়ান ঐক্যবদ্ধভাবে কম্বোডিয়ায় ভিয়েতনামী দখলদারিত্বের বিরোধিতা করে এবং কম্বোডিয়া হতে ভিয়েতনামী সৈন্য অপসারণের দাবী জানায়। ১৯৮৩ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর জাকার্তায় অনুষ্ঠিত সভায় আসিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রিরা কম্বোডিয়া–র স্বাধীনতার জন্য আবেদন জানান। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আসিয়ান–এর অব্যাহত চাপ কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামী সৈন্য অপসারণ ত্বরান্বিত করে।

৬.০ সার্ক ও আসিয়ান ঃ তুলনা

(১) ব্যাংকক ঘোষণা ও নয়াদিল্লী ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল সদস্য দেশগুলোর সহযোগিতার কতগুলো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে একত্রিত হওয়ার বিষয়টি জানানো।

(২) উভয় দলিলেই বলা হয় সংস্থাটি হবে আন্তঃসরকার (inter-governmental) সংস্থা Supra-national সংস্থা নয়।

(৩) উভয় দলিলেই নিজস্বভাবে পরাশক্তি সংযোগ ও পরাশক্তি মৈত্রী থেকে সংস্থাকে দূরে রাখা হয়েছে।

(৪) আসিয়ান–এ কোন সদস্য রাষ্ট্রকে ভেটো ক্ষমতা দেয়া হয়নি। সার্ক–এর ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে কার্যত সকল সদস্য রাষ্ট্রকেই ভেটো ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

(৫) সার্ক–এর ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় ও বিতর্কিত বিষয়গুলোকে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। আসিয়ান–এর ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন বিধি নিষেধ নেই। আসিয়ান–এর ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে প্রভাবিত করে অথবা আঞ্চলিক শান্তি বিঘ্নিত করে এমন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মন্ত্রি পর্যায়ের একটি High Council-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(৬) সার্ক ও আসিয়ান উভয়ের সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অন্যান্য দেশের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

(৭) আসিয়ান স্ট্যান্ডিং কমিটি (AMM) স্বাগতিক দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রি এবং অন্যান্য সদস্য দেশের রাষ্ট্রদূতদের সমন্বয়ে গঠিত। সার্ক স্ট্যান্ডিং কমিটি পররাষ্ট্র সচিবদের সমন্বয়ে গঠিত। শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনকারী দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

(৮) আসিয়ান চূড়ান্ত দলিলে (Concord) স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দলিলে বলা হয়েছে সদস্য রাষ্ট্রগুলো একক ও সমষ্টিগতভাবে শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার এলাকা (ZOPEAN) প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সার্ক চূড়ান্ত দলিলে (Charter) রাজনৈতিক বিষয়ের উল্লেখ নেই।

(৯) উভয় সংস্থাই সহযোগিতার কর্মসূচি বাস্তাবয়নের চাইতে কর্মসূচি বাস্তবায়নের বাহন (Machinery) প্রস্তুতেই বেশী সময় ব্যয় করেছে।

(১০) উভয় সংস্থাই তাদের অঞ্চলের রাজনৈতিক নিরাপত্তার চাহিদার চাইতে অর্থনৈতিক চাহিদার দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়েছে। বিশেষতঃ সামরিক দিকে খুব সামান্যই দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

(১১) উভয় সংস্থার ক্ষেত্রেই সহযোগিতার ফল প্রত্যাশার চেয়ে কম হয়েছে।

(১২) সদস্য দেশসমূহের মাঝে আয়তনগত ও জনসংখ্যাগত বৈষম্য সার্ককে যতখানি প্রভাবিত করেছে, আসিয়ানকে ততখানি করেনি।

(১৩) সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিরোধ সার্ক ও আসিয়ান উভয় সংস্থার অগ্রগতিকেই ব্যাহত করেছে। মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনের মধ্যকার সাবাহ বিরোধ আসিয়ান এর অগ্রগতিকে প্রভাবিত করেছে। ঠিক তেমনি কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধ সার্ক–এর অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে।

(১৪) সার্কভূক্ত দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে সার্ক অগ্রাধিকার ভিত্তিকে বাণিজ্য ব্যবস্থা (SAARC preferential Trading Arrangement—SAPTA) গত ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। ২২৬টি পণ্য বর্তমানে এর আওতাভূক্ত। সদস্য রাষ্ট্রগুলো এসব পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে পরস্পরকে বিশেষ শুল্ক রেয়াত দিতে সম্মত হয়েছে।

আসিয়ান দেশগুলো ১৯৯২ সালের সিংগাপুর ঘোষণায় আসিয়ান অবাধ বাণিজ্য এলাকা (ASEAN Free Trade Area) গঠনের সিদ্ধান্ত জানায়। তারা শিল্পজাত দ্রব্য এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্যের উপর আরোপিত শূল্ক হার ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী থেকে

পনের বছরের ভিতর ০–৫% এ কমিয়ে আনার ব্যাপারে একমত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে এই সময়সীমা দশ বছরে কমিয়ে আনা হয়।

৭.০ উপসংহার

৭.১ এই প্রবন্ধে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে সার্ক ও আসিয়ান–এর মাঝে তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আশি ও নব্বই–এর দশকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আসিয়ান দেশগুলোর অভূতপূর্ব অগ্রগতি, আসিয়ানকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি সফল আঞ্চলিক সংস্থার ভাবমূর্তি এনে দিয়েছে। উত্তরের শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে দর কষাকষিতে আসিয়ান দেশগুলোর যৌথ অবস্থান তাদের অনেকখানি সুবিধাজনক পর্যায়ে উন্নীত করেছে। যদিও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্বেও আসিয়ান দেশগুলোর মধ্যকার আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়নি। এ কারণে অনেকে আসিয়ানকে একটি সফল আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন। তথাপি সংস্থাটির রাজনৈতিক সুফল নিয়ে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই। আসিয়ান সৃষ্ট রাজনৈতিক সদিচ্ছার কারণে আসিয়ান দেশগুলো বিগত তিন দশক পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ থেকে অনেকখানি মুক্ত থেকেছে যা তাদের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ যুগিয়েছে।

৭.২ অপরদিকে সার্ক–এর বয়স এক দশক পূর্ণ হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর ভাবমূর্তি তেমন উজ্জল নয়। সংস্থাটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করলেও এর সদস্য দেশগুলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চমকপ্রদ অগ্রগতি অর্জনের সক্ষম হয়নি। সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়নি। সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার বিবাদ নিরসনেও সংস্থাটি কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। কাজেই নবীন সংস্থা সার্ক তার চেয়ে পরিণত সংস্থা আসিয়ান–এর সাফল্য ও ব্যর্থতা থেকে অনেক কিছুই শিক্ষণীয় হিসেবে নিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Nasir A. Nagash, *SAARC: Challenges And Opportunities,* Ashis Publishing House, New Delhi, 1994.
2. Emajuddin Ahmed & Abul Kalam (eds), *Bangladesh, South Asia and the World.* Academic Publishers, Dhaka. 1992.
3. Bhabani Sen Gupta (ed), *SAARC-ASEAN : Prospects and Problems of Inter-regional Cooperation,* South Asian Publishers, New Delhi, 1988.
4. Micchaeel, Leifer, *ASEAN And the Security of South-East Asia,* Routledge, London and New York, 1989.
5. SAARC IN Brief, *Information and Media Wing of SAARC Secretariat,* Kathmandu, 1995.
6. Anu Mahmud, *Economic Benefits of SAPTA,* The Independent, January 24-25, 1996.
7. John Ravenhill, *Economic Coopertion in South-East Asia: Changing Incentives,* Asian Survey, Vol. XXXV. No. 9. September 1995.
8. E Sudhakar, *SAARC : Origin, Growth and Future,* Gyan Publishing House, New Delhi, 1994.